হাদীস সম্ভার

হাদিস নাম্বারঃ ৩৪৩৬

২৭/ আদব

পরিচ্ছেদঃ (বিবাদমান) মানুষদের মধ্যে মীমাংসা (ও সন্ধি) করার গুরুত্ব

আরবী

وَعَنْ أَبِي العَبَّاسِ سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ أنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَلَغَهُ أنَّ بَنِي عَمرِو بن عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ فَخَرَجَ رَسولُ الله ﷺ يُصْلِحُ بَينَهُمْ في أُنَاس مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُوْلُ الله ﷺ وَحَانَتِ الصَّلاة فَجَاءَ بِلالٌ إِلَى أَبِي بَكرٍ رَضِيَ الله عنهما فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْر إنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قَدْ حُبِسَ وَحَانَتِ الصَّلاةُ فَهَلْ لَكَ أنْ تَؤُمَّ النَّاس ؟ قَالَ : نَعَمْ إنْ شِئْتَ فَأقَامَ بِلاَلٌ الصَّلاةَ وتَقَدَّمَ أَبُو بَكرٍ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَجَاءَ رَسُول الله ﷺ يَمشي في الصُّفُوفِ حَتّى قَامَ في الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ في التَّصْفيقِ وَكَانَ أَبُو بكرٍ لاَ يَلْتَفِتُ في الصَّلاةِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ في التَّصْفيقِ الْتَفتَ فإذَا رَسُول الله ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْه رسولُ الله ﷺ فَرفَعَ أَبُو بَكْر يَدَهُ فَحمِدَ اللهَ وَرَجعَ القَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتّى قَامَ في الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُول الله ﷺ فَصلَّى للنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أقبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقالَ أَيُّها النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ في الصَّلاةِ أخَذْتُمْ في التَّصفيق إنَّمَا التَّصفيق للنِّساء مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلاتِهِ فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ الله فَإنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أحدٌ حِينَ يقُولُ : سُبْحَانَ الله إلاَّ الْتَفتَ يَا أَبَا بَكْر : مَا مَنَعَكَ أنْ تُصَلِّي بالنَّاسِ حِينَ أشَرْتُ إلَيْكَ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغي لابْنِ أَبي قُحَافَةَ أنْ يُصَلِّي بالنَّاسِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله ﷺ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

বাংলা

(৩৪৩৬) আবুল আব্বাস সাহল ইবনে সা’দ সায়েদী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমর ইবনে আউফ গোত্রের কিছু লোকের মাঝে কিছু ঝগড়া-বিবাদ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে কিছু লোককে নিয়ে তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা ক’রে দেওয়ার জন্য সেখানে হাজির হলেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আটকে গেলেন। অপর দিকে নামাযের সময় হয়ে গেল। সুতরাং বিলাল (রাঃ) আবূ বকর (রাঃ) এর নিকট এসে বললেন, ’রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আটকে গেছেন। এদিকে নামাযেরও সময় হয়ে গেছে। আপনি কি নামাযের লোকেদের ইমামতি করবেন?’ তিনি বললেন, ’হ্যাঁ, তুমি যদি

চাও।’

অতঃপর বিলাল (রাঃ) নামাযের ইকামত দিলেন এবং আবূ বকর (রাঃ) এগিয়ে গিয়ে (তাহরীমার) তকবীর বললেন এবং লোকেরাও তকবীর বলল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন এবং কাতারগুলো অতিক্রম ক’রে (প্রথম) কাতারে এসে দাঁড়ালেন। (তা দেখে) লোকেরা হাততালি দিতে শুরু করল। আবূ বকর (রাঃ) নামাযরত অবস্থায় কোন দিকে তাকালেন না, কিন্তু লোকেদের অধিক মাত্রায় হাততালির কারণে তিনি তাকিয়ে দেখতে পেলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হাতের ইশারায় (নিজের জায়গায় থাকতে) নির্দেশ দিলেন। আবূ বকর (রাঃ) তাঁর হাত উপরে তুলে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর কিবলার দিকে মুখ রেখে পিছনে ফিরে এসে কাতারে শামিল হলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে গিয়ে লোকদের ইমামতি করলেন এবং নামায শেষ ক’রে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, ’’হে লোক সকল! কি ব্যাপার যে, নামায অবস্থায় কিছু ঘটতে দেখে তোমরা হাততালি দিতে শুরু করলে?

(জেনে রেখো, নামাযে) হাততালি দেওয়া তো মহিলাদের কর্তব্য। নামায অবস্থায় কারো কিছু ঘটলে সে যেন ’সুবহানাল্লাহ’ বলে। কারণ, এটা শুনলে কেউ তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক’রে পারবে না। হে আবূ বকর! তোমাকে যখন ইশারা করলাম, তখন ইমামতি করতে তোমার কিসের বাধা ছিল?’’ তিনি বললেন, ’আবূ কুহাফার ছেলের জন্য সঙ্গত ছিল না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে লোকেদের ইমামতি করবে।’

ফুটনোট

(বুখারী ১২১৮, মুসলিম ৯৭৬)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী বর্ণনাকারীঃ সাহল বিন সা'দ (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=67184

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন